দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 2 9 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

পলিটেকনিকের ছাত্রবিক্ষোভ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি

গত ২৪ মে হইতে শনিবার পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা যে বিক্ষোভ, অবরোধ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটায়, তাহার সঠিক কারণ ও যৌক্তিকতা কর্তৃপক্ষের জানা ছিল না। ধারণা করা হইতেছে যে, সম্পূর্ণ গুজবের ভিত্তিতে কিংবা কাহারো উস্কানিতে উত্তেজিত হইয়া শিক্ষার্থীরা তাণ্ডব চালাইয়াছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়া হিমশিম খাইতে হইয়াছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে। ঢাকায় গত শনিবার আগারগাঁওয়ে পলিকটেকনিকে ছাত্রীদের সড়ক অবরোধের ঘটনায় পুলিশ কর্তৃক তিন ফটো সাংবাদিককে পিটানোর যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে, উহার রেশ এখনো কাটিয়া যায় নাই। পেশাগত দায়িত্ব পালনে বাধা দিয়া প্রথম আলোর তিন ফটোসাংবাদিককে কতিপয় বেপরোয়া পুলিশ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিয়াছে। এই ঘটনার সংগে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের সাময়িক বরখাস্ত করা হইয়াছে। পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বিক্ষোভ-সংঘর্ষে লিপ্ত হইল কেন, সেই ঘটনার পাশাপাশি পুলিশের সাংবাদিক-বিরোধী অন্যায় আচরণের উৎসও খতাইয়া দেখা প্রয়োজন।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কারণ তদন্তে ইতিমধ্যে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছে। বিক্ষোভের ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করিয়া সুপারিশ দিতে অপর একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটিও গঠন করা হইয়াছে। তবে পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পক্ষে যে প্রেসনোট জারি করা হইয়াছে, তাহাতে আগাম ধারণা করা হইয়াছে, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদা অবনমন করা সম্পর্কিত গুজবের কারণেই পলিটেকনিক শিক্ষার্থীরা তাণ্ডবে মাতিয়াছিল। গত শনিবার সরকারের প্রেসনোটে জানানো হয়, ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের পদমর্যাদার কোনো পরিবর্তন করা হয় নাই। তাহারা অতীতে যে পদমর্যাদা ভোগ করিতেছিলেন, বর্তমানেও তাহা ভোগ করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। এমতাবস্থায় পলিটেকনিক-পরিস্থিতি সহসা অশান্ত হইয়া ওঠার পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজিয়া না পাওয়ায় সরকারের পক্ষে ধারণা করা হইয়াছে, একটি স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গুজব ছড়াইয়া এবং উস্কানির মাধ্যমে ছাত্রদের উত্তেজিত করিয়া বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনার জন্ম দিয়াছে।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউশনের কিছু শিক্ষক অনুমান করেন যে, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২০০৮ সালের ২৯ মে'র একটি গেজেটে প্রকৌশলীদের সংজ্ঞা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়াইবার কারণ হইতে পারে। ওই গেজেটে প্রকৌশলীদের সংজ্ঞায় বলা হইয়াছে, প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী এবং ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স-এর সদস্যদের প্রকৌশলী হিসাবে বোঝানো হইয়াছে। অন্যদিকে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের সুপারভাইজারের সংজ্ঞার মধ্যে রাখিয়া বলা হইয়াছে, সুপারভাইজার অর্থ কোন ইমারত নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য বিধিমালা ৪১ অনুযায়ী তালিকাভুক্ত ব্যক্তি যিনি স্বীকৃত কোনো পলিটেকনিক বা কারিগরি ইনস্টিটিউট হইতে প্রকৌশল বা স্থাপত্য বিষয়ে ডিপ্লোমাধারী এবং সংগঠনের সদস্য। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় যদি প্রকৌশলী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের মধ্যে পদমর্যাদা এবং কাজের ধরন সুস্পষ্ট করিয়া থাকে, তাহা হইলে দোষের কিছু হইতে পারে না। ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা নিজেদের কাছে যেমন, তেমনি সরকারিভাবেও ডিপ্লোমাধারী হিসাবে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক ডিগ্রিধারীগণই প্রকৌশলী বলিয়া গণ্য হইবেন, ইহাই তো স্বাভাবিক সে যাহাই হউক, পলিটেকনিকে ছড়াইয়া পড়া অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ইতিমধ্যে শান্ত হইয়া আসিয়াছে। আমরা আশা করিব, ঘটনার পেছনের ছোটবড় কারণগুলি তদন্তের মাধ্যমে উন্মোচিত হইবে। দেশের সব পলিটেকনিকে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি পদমর্যাদা লইয়া যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরসনকল্পে আশু ব্যবস্থা নেওয়া হইবে— ইহাই প্রত্যাশিত।